ইনফরমেশন সেন্টার

ফর

ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

সম্বন্ধে

ইনফরমেশন সেন্টার ফর

ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

সম্বন্ধে

(এ) মুক্তির জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হচ্ছে মূল স্লোগান।

(বি) বিজ্ঞান জয়লাভ করবে, কারণ এটা কাজ করে।

(সি) পৃথিবী কেউ তৈরী করেনি, এবং মহাবিশ্ব সম্বন্ধে প্রশ্নটি উঠে না ।

(ডি) শ্রম উৎপন্ন করে মূল্য,অতঃপর,উদ্বৃত্ত-মূল্য,অর্থাৎ পুঁজি,সুতরাং, অপরিশোধিত শ্রম অথবা, পণ্যের অপরিশোধিত অংশ হচ্ছে পুঁজি।

(ই) পণ্যের উপাদান ২ টি : (১) বস্তু (প্রাকৃতিক সম্পদ); এবং (২) শ্রম ।

(এফ) প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো মূল্য নাই, তাই, পণ্যের মূল্য হচ্ছে শ্রম ।

(জি) কিন্তু, শ্রম শক্তির বিক্রেতারা মূল্য নয়, তাদের শ্রম শক্তির দাম অর্থাৎ মজুরি পায় । সুতরাং, শ্রম শক্তি উৎপাদনের ব্যয় হচ্ছে মজুরি।

(এইছ) উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করছে শ্রম শক্তির ক্রেতা অর্থাৎ পুঁজিপতি। কাজেই, শ্রম শক্তির বিক্রেতা, শ্রমিক হচ্ছে শোষিত।

(আই) অতঃপর, শ্রম শক্তির বিক্রেতাদের শোষক হচ্ছে ক্রেতারা। সুতরাং, শ্রমিক ও পুঁজিপতির সম্পর্ক হচ্ছে বৈরী ও শত্রুতামূলক।

(জে) পুঁজিতন্ত্র বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল উপনিবেশিক নীতি।কাজেই, পৃথিবীটাকে জয় ও একত্রিত করে পুঁজিপতি শ্রেণী; এবং এরা নিজের প্রতিচ্ছবিতে একটা দুনিয়া গড়ে তোলে। পুরোনো স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বয়ংস্পূর্ণতার স্থলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এরা প্রবর্তন করে জাতি সমূহের বিশ্বজনীন অন্যোন্যনির্ভরতা। কাজেই, পুঁজিতন্ত্র কোনো স্থানীয় বা জাতীয় নয়, বরং একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রের বৈশ্বিক জালের মধ্যে " জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার" বা জাতীয় মুক্তি সম্ভব নয়; অথবা, শুধু একা এক দেশে পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়।

(কে) ঐতিহাসিকভাবে, এটি ছিল পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রগতিশীল ও বিপ্লবী ভূমিকা । অতঃপর,স্বনির্ভর অর্থনীতিতে ফিরা, যা সম্পূর্ণত অসম্ভব, অর্থাৎ প্রাক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কেবলমাত্র রক্ষণশীল নয়, বরং প্রতিক্রিয়াশীল কাজ। কিন্তু, উৎপাদন উপায়ের সামাজিক/কমিউন/ সাধারণ মালিকানার জন্য পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক যুদ্ধ করা কেবলমাত্র প্রগতিশীল নয়, বরং অবশ্যই বিপ্লবী কাজ ।

(এল) উৎপাদনের যন্ত্রপাতির, এবং তাতে উৎপাদনের সম্পর্কাদি এবং সেই সংগে সমাজের পুরো সম্পর্কের অবিরাম বৈপ্লবীকরণ না করে পুঁজিপতি শ্রেণী টিকতে পারে না। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে, নিশ্চিত অনিশ্চয়তার একটি সমাজ। পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন

ব্যতীত পুঁজি বাঁচতে ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু পুনরুৎপাদনের ফল হচ্ছে অতি উৎপাদন; এবং অতি উৎপাদন হচ্ছে সংকট অর্থাৎ পুঁজির মজুদের কারণ। পুঁজির মজুদ হচ্ছে মন্দা, অর্থাৎ সঞ্চালনের সমস্যা। অতঃপর, সমাধান ও পুঁজির সঞ্চালনে প্রয়োজনীয় হচ্ছে কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ, পণ্য ও কাঠামোর ধ্বংস, যুদ্ধ , হত্যা ইত্যাদি করা আবশ্যক এবং এই সবের ফলশ্রুতি হচ্ছে বহু পুঁজিপতি দেউলিয়ায় পরিণত হওয়া ও মজুরি দাসে নিপতন । অন্যদিকে মন্দার ফলশ্রুতিতে শ্রমিক শ্রেণীর বেকারত্ব বৃদ্ধি,দুর্দশা ও দুর্ভোগ এবং অবমাননাকর অবস্থায় পতন হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং ইহা অপরিহারযোগ্য। প্রকৃতার্থেই মন্দা হচ্ছে সমাজের বিদ্যমান শর্তাদির সম্পত্তি সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদন উপায়ের বিদ্রোহ। কাজেই, মন্দাজনিত কারণে পুঁজিপতি শ্রেণী বাধ্য হয় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে একটি চুক্তিতে উপনীত হতে, এবং সন্দেহাতীতভাবে এটি তাদের শ্রেণী চরিত্রের বিরুদ্ধে, কাজেই, ব্যক্তিমালিকানার জন্য সমাজ বিকাশে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী। অতঃপর,পুঁজিপতি শ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে, একটা কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা খুবই পুরনো পুঁজিতন্ত্রী সমাজ প্রতিস্থাপনে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী উপযুক্ত। সুতরাং, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বের পরিণতি হচ্ছে উৎপাদন উপায়ের সামাজিকীকরণ, অর্থাৎ কমিউনিজম। অতঃপর, শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র, কারণ, ইহার নিজের অস্থিত্ব রক্ষার শর্তে ইহা নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার মাধ্যমে ইহাকে প্রতিস্থাপনের সকল স্তম্ভ, হাতিয়ারাদি ও শক্তি তৈরী করছে।

(এম) পুনঃপুন মন্দার পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র, এবং পুঁজিতন্ত্রী সংকটের ইহাই একমাত্র সমাধান, এটি অনিবার্য্য। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রিক সম্পত্তি নাই, ক্রয়-বিক্রয় নাই,শোষণ নাই,পরজীবী নাই, উত্তারাধিকারের অধিকার নাই, শ্রেণী নাই, অতঃপর, সেখানে কোনো রাজনীতি নাই বা কোনো রাষ্ট্র নাই বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত সংগঠন নাই বা রাষ্ট্র রক্ষক যথা আই এম এফ, বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদি নাই। তাই, ইহা একটি

শ্রেণীহীন সমাজ। সুতরাং, প্রত্যেকেই সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ, অর্থাৎ সেখানে মানব সত্ত্বার মধ্যে কানো বৈষম্য নাই, অর্থাৎ লিংগ, নৃতাত্ত্বিক, জাতি, ধর্ম, ভাষা, গোত্র বা বর্ণ দ্বারা কোনো পরিচিতি নয়। পরিবার নয় তবে ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট, এবং সকলেই বৈজ্ঞানিক এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মানব দেহ সহ প্রকৃতিকে জয় করতে কাজ করবে, তাই সকলেই চির সবুজ। সুতরাং, স্নেহময়তা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ , এবং কেবলমাত্র পুনরুৎপাদন বা নিছক বিনোদন নয়, বরং সুস্বাস্থ্যের জন্য রতিক্রিয়ায়ও সকলেই মুক্ত; সকল শিশু, সমাজের নিকট হতে সমান সুযোগ ও সুবিধা অর্থাৎ সম আচরণ পাবে। এবং অবশ্যই,অস্ত্র ও অস্ত্রধারী ঠাঁই নিবে ইতিহাসের যাদুঘরে । সুতরাং, সেখানে চিরকালীন শান্তি।

(এন) কমিউন/ সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের সকল উপায়ের মালিকানা হচ্ছে কমিউনিজম , এবং এটি একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থা, অর্থাৎ সকলের জন্য যা প্রয়োজনীয়, তা উৎপাদন করা। অতঃপর, সকলেই কর্মী, কিন্তু কেহই মজুরি দাস বা প্রভু নয়।

(ও) সকল সামাজিক উৎপাদন ও ক্রিয়াদি একটি সমিতি দ্বারা পরিচালিত ও সমন্বিত হবে; এবং সমিতিতে প্রত্যাহারযোগ্যতার শর্তে প্রত্যেকেই যে কোনো পদে অধিষ্ঠান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ্য ও উপযুক্ত।

(পি) যেহেতু পুঁজিতন্ত্র একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা, সেহেতু স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে ইহা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয় । অন্যদিকে, শ্রমিকের কোনো জাতীয়তা ও দেশ নাই, কিন্তু তাদের শৃংখল হারিয়ে জয় করার মতো তাদের একটি বিশ্ব আছে। অতঃপর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিসীমা হচ্ছে বিশ্বজনীন। সুতরাং, মজুরি দাসদের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় দেশগুলো অর্থাৎ জি- ৭, এর সম্মিলিত ক্রিয়া । সুতরাং, শুধু একা এক দেশে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়। এবং ইহা হচ্ছে কেবল শ্রমিক শ্রেণীর কাজ।

(কিউ) পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপনে শুধু একা শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে বিপ্লবী। অতঃপর, কৃষক সহ অপরাপর সকল শ্রেণী হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল।

(আর) অতঃপর, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হতে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষা ও বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে বিশ্ব লর্ড- আই এম এফ, কাজেই, রাষ্ট্র কার্যত,বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং, জাতি রাষ্ট্র হচ্ছে মৃত।

(এস) খুবই বাজে ও পুরোনো পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ উৎক্ষেপণে প্রথম শর্ত হচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিকের ঐক্য।

(টি) শ্রমিক শ্রেণীকে একটি শ্রেণী হিসাবে গঠন ও ঐক্যবদ্ধকরণে - A world Association of Working Class for Class less Society হচ্ছে বিকল্পহীন শর্ত। এবং ইহা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা।

(ইউ) কেবলমাত্র একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবর জন্য দুনিয়ার শ্রমিকেরা ইহা গঠন করবে, কাজেই, এটি স্থানীয় বা জাতীয় নয় বরং বৈশ্বিক এবং একমাত্র ও শুধু একা শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি । কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক নীতি হচ্ছে কেবলমাত্র কমিউনিস্টিক, অর্থাৎ , প্রত্যেক সদস্য সমভাবে মর্যাদাবান; এবং একটা সহযোগিতামূলক ও ভালাবাসাময় সম্পর্কাধীন, তাই এটি হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবী বন্ধুদের পার্টি। কাজেই, কমিউনিস্ট পার্টিতে কোনো নেতা, কোনো শিক্ষক, কোনো বীর, বা কোনো পথপ্রদর্শক, বা কোনো ধরণের রক্ষকের প্রয়োজনীয়তা নাই। বরং এরা সকলেই হচ্ছে পরজীবী উপাদান ও সকলের সম মর্যাদার বিরোধী। কারণ, যদি কেউ " মহান" হয়, তবে, অনেকেই " অর্ডিনারী', কাজেই, সেখানে বৈষম্য বিদ্যমান। সন্দেহাতীতভাবে,সকলেরই জন্মগত উপাদান ২৩ জোড়া ক্রোমোজম, কাজেই, সমাজ হতে সুযোগ-সুবিধা লাভে যদি কোনো ভিন্নতা না থাকে, নিশ্চিতভাবে প্রত্যেকেই সমভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন; সুতরাং,সকলেই সমভাবে মর্যাদাসম্পন্ন। উপরন্ত, আধুনিক শিল্প হচ্ছে শ্রমিকদের অন্যোন্যনির্ভরতার সম্পর্কের কারণ ও ভিত্তি, সে কারণেই তারা সহযোগিতায় আবদ্ধ, কাজেই, সেখানে "ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের" কোনো সুযোগ নাই।

(ভি) মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কৃত, সূত্রায়িত ও ব্যখ্যাত হয়েছিল । কিন্তু, লেনিনবাদ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের দূষণ। কারণ, ইহা, পুঁজিতন্ত্র, কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট বিপ্লব এবং কমিউনিজম সম্পর্কে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের লেনিনবাদ হচ্ছে অবক্ষয়িত পুঁজিতন্ত্রের আশ্রয়স্থল।

(ডব্লিউ) এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার অনুবাদেও লেনিনবাদীরা জালিয়াতি করেছে।

(এক্স) ঐতিহাসিক সকল সীমাবদ্ধতা বা ভুল সত্ত্বেও, এখনো কমিউনিস্ট ইশতেহার হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গাইড লাইন।অতঃপর, অনুরপ কর্ম সাধনে খুবই বৃদ্ধ ও খুবই বাজে পুঁজিতন্ত্র এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতির হালনাগাদ বিবৃতি সমেত একটি ঘোষণা আবশ্যক।

(ওয়াই) কমিউনিস্ট আন্দালন পুনঃনির্মাণে লেনিনবাদ বর্জন করতেই হবে। সুতরাং, কোনো সন্দেহ নাই যে, শ্রমিকেরা তাদের বিশ্ব জয় করবে, তাতে সকল শ্রেণী অপসৃত হবে অর্থাৎ শ্রেণী শাসনের অবসান হচ্ছে বাস্তবতা, সুতরাং, সমগ্র মানব সত্ত্বা হচ্ছে মুক্ত। অতঃপর, শ্রেণী ধারণা ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা ও দৃষ্টিভংগি হতেও সকলে মুক্ত, তাই, সকলেই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, সুতরাংইহা হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ।

(জেড) একটি বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য একটি কমিউনিস্ট পার্টি পুনঃর্গঠন ও কমিউনিস্ট আন্দালন পুনঃনির্মাণে সহযোগিতা করবে– Information Centre for Workers Freedom (ICWF) |

“ দুনিয়ার মজুর , এক হও ।”